২০ সেপ্টেম্বর
জলবায়ু ধর্মঘট সফল করুন

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিণতির দিক নির্দেশ করে সুইডেনের ১৬ বছরের ছাত্রী গ্রেটা থুনবার্গ সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। গত বছর সুইডেনের নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০শে আগস্ট থেকে সে স্কুলে অনুপস্থিত হয়ে, সে দেশের সংসদের বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কিছু করার দাবি নিয়ে প্রতিবাদে ধর্ণায় বসে, ধীরে ধীরে সে দেশের মানুষের এবং শেষে গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে।

যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে ফলস্বরূপ খরা, বন্যা, সাইক্লোন বাড়ছে। কোথাও বৃষ্টিপাত ভীষণভাবে কমছে, কোথাও বৃষ্টিপাত বাড়ছে — এই অবস্থায় গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড সহ গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য যে শিল্পোন্নত দেশগুলি দায়ী তারা প্রায় কিছুই করছে না গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য। বিশ্বে অন্যান্য দেশগুলিও যে এর মধ্যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে সেটাও বলা যাচ্ছে না। ২০১৫তে যে প্যারিস চুক্তি হয়েছিল তা থেকে আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশ এ বিষয়ে দায় নিতে অস্বীকার করে বেরিয়ে এসেছে। সম্প্রতি IPCC-র বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫°C-র বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি সারা বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বাড়ছে, এবার জুলাই মাসটা ছিল উষ্ণতম মাস। 'ন্যাশনাল ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪-২০১৮, এই পাঁচটি বছর বিগত ১৩৯ বছরের মধ্যে ছিল উষ্ণতম বছর — বছর হিসেবে ২০১৮ ছিল উষ্ণতম বছর। ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী দিল্লীতে ২০১৯ সালের ১০ই জুন সর্বকালের রেকর্ড তাপমাত্রা ৪৮°C এ পৌঁছোয়। বিগত ৬৫ বছরের মধ্যে ২০১৯ সাল দ্বিতীয় শুষ্ক বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রাক বর্ষায় এবং সঠিক সময়ের বর্ষায় বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে রেকর্ড পরিমাণে। ফলত, দেশ ভয়াবহ এক খরা কবলিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

অন্যদিকে মাটির তলার জল নামছে দ্রুত, নদী-নালা, জলাশয় যাচ্ছে শুকিয়ে — তীব্র হচ্ছে পানীয় জলের হাহাকার। আমরা নিদারুণ এই হাহাকার প্রত্যক্ষ করলাম — তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বিভিন্ন প্রদেশে। এক দিকে যেমন খরা অন্যদিকে তেমন বন্যা পরিস্থিতি। নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ পরিণতির কথা — তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সাল থেকে দিল্লী, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ সহ দেশের ২১টি শহরে ভূগর্ভস্থ জল মিলবে না। এ এক বিভীষিকাময় পূর্বাভাস।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলস্বরূপ নাসার তথ্য অনুযায়ী গ্রীনল্যান্ডে প্রতি বছর ২৯০ গিগা টন বরফ গলছে। ২০১০-২০১৮ এই সময়কালের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকায় প্রতিবছর ১৪৭গিগা টন বরফ গলেছে। যে হারে বরফ গলছে তার মাত্রা বিগত দশকের তিন গুণ। আলপ্‌স, হিমালয়, আন্দিজ, আলাস্কাতে হিমবাহগুলি গলছে। এর ফলে বিগত ১৪৩ বছরে প্রায় ২৭৪ মি.মি. সমুদ্রের জলস্তর বেড়েছে। ডুবে যাচ্ছে আমাদের সুন্দরবনের দ্বীপ।

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত Intergovernmental Panel on Climate Change-এর বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৩০-২০৫২ সালের মধ্যেই প্রাক শিল্পায়ন পর্বের তুলনায় ১.৫°C তাপমাত্রা বাড়বে। ইতিমধ্যে যা ১°C বেড়ে গেছে। Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services এর প্রতিবেদন বলছে, ''নজিরবিহীন প্রকৃতির অবক্ষয়''। প্রজাতি বিলুপ্তির হার দ্রুত বাড়ছে — ১০ লক্ষ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। বিশ্ববিশ্রুত

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছিলেন, ''এ বিশ্ব বাসযোগ্য থাকবে বড়োজোর ১০০ বছর''। আমাদের ভবিষ্যৎ ঘিরে অতিকায় এক প্রশ্নচিহ্ন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে আওয়াজ উঠেছে বিশ্বউষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্বের রাজনীতিবিদদের উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে এই মুহূর্তে বাতাসে কার্বন নিঃসরণ কমানো, জীবাশ্ম জ্বালানি কমিয়ে বিকল্প শক্তির ব্যবহার বাড়াতে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাকে কার্যকর করতে হবে। মান্যতা দিতে হবে আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তিগুলিকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এসেছে ''ক্লাইমেট স্ট্রাইক' বা 'জলবায়ু ধর্মঘট' এর মত নতুন শব্দযুগ্ম। আগামী ২০-২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বিশ্ব জুড়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা, স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এই মুহূর্তে ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানিয়ে 'জলবায়ু ধর্মঘট'-এ সামিল হবার আবেদন জানিয়েছে। নানা দেশের অভিভাবকেরা, সাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানীরাসহ বিভিন্ন সংগঠন এই আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ 'ক্লাইমেট স্ট্রাইক' এর আহ্বানকে সমর্থন জানাচ্ছে। আমরা আবেদন করছি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যজুড়ে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে এসে সমস্ত দেশের সরকার সহ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আহ্বান জানাক ''অবিলম্বে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।''

২০শে সেপ্টেম্বর কর্মস্থল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে দাবি পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল, অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি আমরা। ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোনও ধরনের কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পাশে থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ রাজ্যজুড়ে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, সমস্ত স্তরের মানুষের সমর্থন আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করে। আমরা আশা করি বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সঙ্কটের এই যুগসন্ধিক্ষণে এই কর্মসূচি সফল হবে।

দাবি সমূহ

- **জলবায়ু পরিবর্তন রোধে রাষ্ট্রগুলিকে ব্যবস্থা নিতে হবে।**
- **দূষণমুক্ত পরিবেশ আমাদের অধিকার।**
- **আমাদের একটাই পৃথিবী,**
  আসুন একে রক্ষা করি।
- **হিমবাহগুলির বরফ গলছে,**
  সুন্দরবনে দ্বীপ ডুবছে-দেশের সরকার ব্যবস্থা নাও।
- **একটি গাছ লক্ষ প্রাণ**
  উষ্ণায়ন প্রতিরোধে গাছ লাগান।
- **প্রতিরোধ করো বিশ্ব উষ্ণায়ন।**
- **অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।**
- **আমাদের প্রজন্মই শেষ নয়,**
  আওয়াজ তোলো বিশ্বময়।
- **ব্যবস্থাকে বদলাও**
  জলবায়ুকে নয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, প্রদীপ মহাপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলী প্রেস প্রাঃ লিঃ থেকে মুদ্রিত।